প্রিন্ট এবং অনলাইন মাধ্যমঃ বাংলাদেশের সংবাদপত্রের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙালীর স্বভাব ঠিক রাখতে চায়ের কাপে ঝড় উঠাতে হয় নিয়মিত। সেখানে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুই থাকে কোন জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক ইস্যু। আর এখানে একমাত্র উপায় হলো সংবাদপত্র। এখন ইন্টারনেট এসে বাকীসব মাধ্যমের বারোটা বাজালেও সংবাদপত্রের আবেদন কিন্তু একদমই কমেনি। তবে মুশকিল হলো, সংবাদের আলাপে আমরা কখনো সংবাদপত্রের ইতিহাস নিয়ে ঘাটতে রাজি হই না। এই ইন্টারনেট কিভাবে সংবাদকে প্রভাবিত করলো? অথবা সংবাদপত্রের চিন্তা এই উপমহাদেশে কোন সাহেবের মাথাতে প্রথম এলো? এসব আলাপে আমরা মোটেও আগ্রহী নই। কিন্তু তৈরী হয়ে বসুন। আজ আমরা আলোচনা করতে চলেছি এরকমই কাঠগোট্টা বিষয়ে।

সংবাদপত্র হলো সকলের মাঝে সংক্ষেপে বার্তা সকলের মাঝে প্রদান করার একধরণের সোজা মাধ্যম। সংবাদটি কতটুকু বোধগম্য হবে তার উপর নির্ভর করে সংবাদটির মানের যথার্থতা। এজন্য আমাদের দেশে সহস্র সংবাদপত্র থাকলেও শুধুমাত্র যথার্থ না হওয়ায় সেগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এই সংবাদপত্র যুগে যুগে শোষনের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, কথা বলেছে মানুষের হয়ে। আমরা দেখেছি কিভাবে সংবাদপত্র শুধুমাত্র ভাষাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে যুগ যুগ ধরে টিকে আছে। সংবাদপত্রের ভাষায় পুরো দেশ কেঁপে ওঠে আবার সংবাদপত্রের ভাষায় হয়ে যায় অশ্রুর কারণ। হয়তোবা সংবাদপত্র দেখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন-

“অনেক কথা যাও যে ব’লে কোনো কথা না বলি
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি॥“

কিন্তু এই উপমহাদেশে সংবাদপত্র এসেছিলো কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মেরও বহু আগে। সময়টা ১৭৬৬ সাল। ইউরোপ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা একজন ভদ্রলোক এলেন সংবাদপত্রের আবেদন নিয়ে। নাম তার উইলিয়াম বোল্টস। কিন্তু তৎকালীন কোম্পানি সরকার তার আবেদন খারিজ করে দেয়। এখানে বিশেষজ্ঞরা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। সেটা হলো এই উপমহাদেশে ১৭৮০ সালে প্রথম মুদ্রনযন্ত্র স্থাপন করা হয়। তাই অনেকের ধারণা আসলে এর আগেও এখানে
ছাপাখানা ছিলো। তা নাহলে বোল্টস মশাই কোন দুঃখে সংবাদপত্র বের করার জন্য আবেদন করবেন? তবে বিশেষজ্ঞদের অন্য মত বলছে, আসলে তখন ইংরেজি অক্ষর ছাপার মত কোন মুদ্রনযন্ত্র বা ছাপাখানা না থাকার কারণেই মুলত বোল্টস সাহেবকে সরকার অনুমতি দেয়নি। কারন ১৭৮০ সালে যখন মুদ্রনযন্ত্র স্থাপন করা হয়, সেবছরই এখান থেকে প্রথম পত্রিকাটি শুভ সূচনা ঘটে।

আরেকটু খোলাসা করে বলা যাক। হিসেব অনুযায়ী উইলিয়াম বোল্টস মশাই হতে পারতেন ইতিহাসের স্বাক্ষী। কিন্তু ভাগ্য তার পক্ষে সহায় হয়নি। তার আবেদন খারিজ হবার পেরিয়ে গেছে এক যুগ। তখন সবে

মাত্র ছাপাখানা এসছে। বসানো হয়েছে কোলকাতায়। তখনই হিকি নামের আরেক মশাই এসে ভাগ বসান ইতিহাসে।

হিকির গেজেট

হিকি মশাই সম্পর্কে ২০১৭ সালে দৈনিক কালের কণ্ঠের জন্মদিনের বিশেষ সংখ্যায় লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

> ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি শনিবার কলকাতা থেকে ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ‘বেঙ্গল গেজেট’ বা ‘ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার’। জেমস অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত এ পত্রিকাটি অবশ্য ‘হিকির গেজেট’ হিসেবেই বেশি পরিচিতি পায়। কারো কারো কাছে এটি ‘হিকির বেঙ্গল গেজেট’ নামেও পরিচিত ছিল। এটি ছিল তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা এবং এখান থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি পত্রিকা। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক এ পত্রিকাটির সার্কুলেশন ছিল ২০০ কপি।

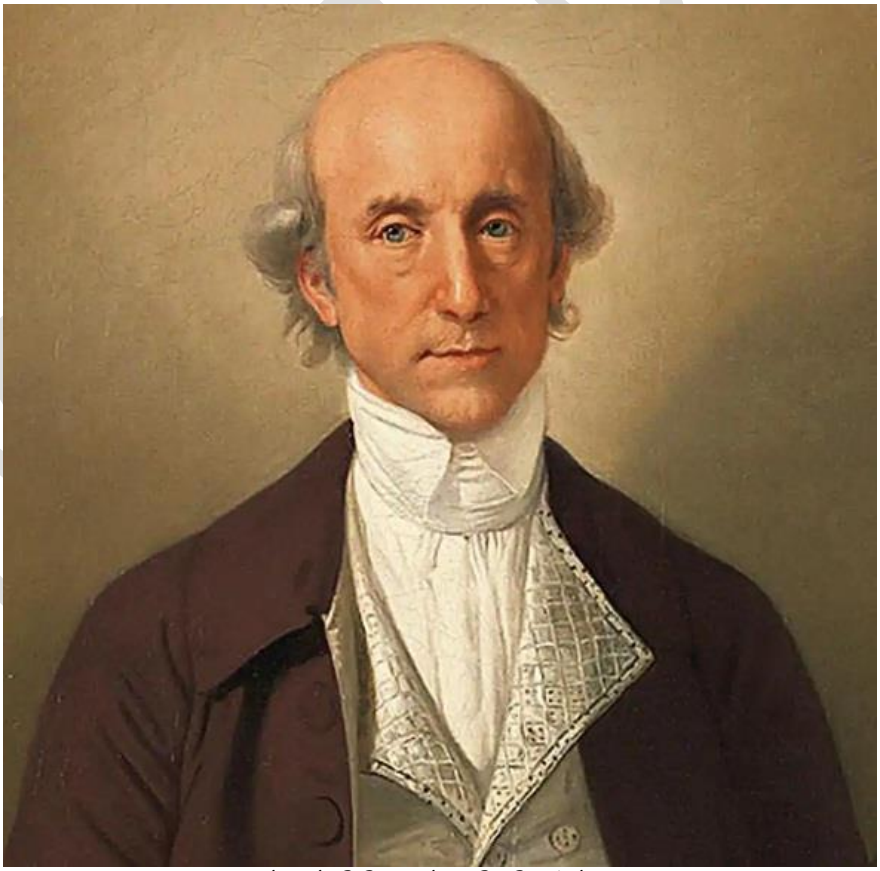

এই সেই হিকি মশাই। ছবিঃ হিন্দু টাইমস

DO NOT COPY

তবে হিকি মশাইয়েরও ভাগ্য তেমন সহায় হয়নি। এর কারণ ছিলো অবশ্য সে নিজেই। তার পত্রিকাজুড়ে থাকতো তার মনমতো সব কথাবার্তা। ঢাবির সাংবাদিকতার শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস তার একই লেখায় এরকমই কিছু লিখেছিলেন। তবে সেদিকে যাবার আগে ইন্টারনেটে যেসব তথ্য পেলাম তা বলা যেতে পারে। শোনা যায়, ভারতের তখনকার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন হিকি। গুজব ছিলো, ওই সময় গভর্নর জেনারেল পরিষদের অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস ছিলেন হেস্টিংসের কট্টর সমালোচক এবং হিকির পরোক্ষ উৎসাহদাতা। ফ্রান্সিসের ব্যাপারে কখনোই নেতিবাচক কিছু না ছাপা হওয়ায় জনমনে এ ধারণা আরো দৃঢ় হয়। এদিকে সস্ত্রীক হেস্টিংস ও বিচারপতি এলিজা ইম্পে ছিলেন হিকির আক্রমণের মূল লক্ষ্য। আর সেই আক্রমণের ভাষা ক্রমেই কদর্যতর হতে থাকে। ফিলিপ ফ্রান্সিস যত দিন ভারতবর্ষে ছিলেন,তত দিন হিকির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। তবে তিনি ভারত ছাড়ার পর থেকে এক এক করে হিকির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করে কম্পানি কর্তৃপক্ষ। প্রথমে ডাক বিভাগের সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া,কারাদণ্ড ও শেষে প্রেস বাজেয়াপ্ত করা মাধ্যমে হেস্টিংস রীতিমতো পথে বসান হিকিকে। মানহানির দুটি অভিযোগে ১৭৮১ সালের জুন মাসে হিকিকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও দুই হাজার রুপি জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়। তবে কারাগারে বসেও হিকি হেস্টিংসের নানা কর্মকাণ্ড ও তাঁর স্ত্রীর সমালোচনা করে লেখা চালু রাখেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড হেস্টিংসের আদেশে তাঁর প্রেস দখলে নিয়ে নেওয়া হয়। আর এভাবেই হিকি মশাইয়ের সংবাদপত্রের সলিল সমাধি ঘটে।

HICKY'S
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.
A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None,
59 From Saturday March 3d to Saturday March 10th 1781. No. VII
BRITISH LIBRARY

এবার রোবায়েৎ ফোরদৌস সাহেবের কথায় ফেরা যাক। তিনি তার লেখায় লিখেছিলেন-

> ইন্টারেস্টিং যে আরেকজন হিকি, যাঁর নাম উইলিয়াম হিকি, পেশায় লেখক, তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন, হিকি নিচু সব পদমর্যাদার -তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে সমাজের উঁচু (জেমস অগাস্টাস) গরিব সব শ্রেণির মানুষকে আক্রমণ করতেন-এবং ধনী; এতে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও আক্রোশও থাকত। এ থেকে হিকি (জেমস অগাস্টাস)তাঁর ব্যক্তিস্বার্থই চরিতার্থ করতে চেয়েছেন, যার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম সংবাদপত্র কিভাবে এসেছিলো এই সহজ কথাটা বলতেই কতই না কথা বলতে হলো। আসলে সহজ কথা বলাটা কিন্তু মোটেও সহজ না। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

“সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায়না বলা সহজে”

এবার চলে আসা যাক বাংলা ভাষায়। এতক্ষণ প্রথম পত্রিকা নিয়ে কথা হলেও এটি আসলে ইংরেজি ভাষার। বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র কোনটি ছিলো তা নিয়ে চলুন এক ঝলক কথা বলা যাক।

সমাচার দর্পন

সহজ কথা সহজে বলতে না পারার মত প্রথম বাংলা পত্রিকার নাম নেয়াটাও একটু কঠিন। মোটামুটি সব নথিপত্রতেই বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা হিসেবে সমাচার দর্পনের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের কোলকাতা ভিত্তিক একটি লিটল ম্যাগ সংস্থা তাদের ওয়েবসাইটে ‘পুরনো সেই দিনের কথা’ শিরোনামে গতবছর একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন। সেখানে দাবি করা হয় দিগদর্শন নামে যেই সংবারপত্রের কথা আমরা শুনি সেটিই মুলত বাংলা ভাষার প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা। দিগদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। সেবছরই মে মাসের ২৩ তারিখ সমাচার দর্পন প্রকাশিত হয়। মুশকিল হচ্ছে, এত কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ প্রায় মাসখানেকের ব্যবধানে দুটো পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় কোনটা প্রথমে আর কোনটা পরবর্তীতে তা নিয়ে দ্বিমত থেকেই যায়। তবে আর্টিকেলে আরো বলা হয়, সমাচার দর্পন। এটি ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। উল্লেখ্য বাংলাভাষায় প্রথম প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা দিগদর্শন, প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এই বছরের ২৩শে মে (১২২৫ বঙ্গাব্দের ১০ই জ্যৈষ্ঠ) শনিবার প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ’সমাচার দর্পণ’। তবে এই সমাচার দর্পন আর দিগদর্শন পত্রিকার বৈশিষ্ট্যগত একটি পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো দিগদর্শন ছিলো মাসিক পত্রিকা। অপরদিকে সমাচার দর্পন মুলত সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিলো। এছাড়াও সমাচার দর্পনকে প্রথম পত্রিকা বলার আরো একাধিক স্বার্থকতা রয়েছে। কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সমাচার দর্পন মুলত অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। যেটা দিগদর্শন সেভাবে পায়নি। এটারও গভীর কারণ রয়েছে। সমাচার দর্পন এবং দিগদর্শন উভয় সংবাদপত্রের দায়িত্বে একই ব্যক্তি (ক্লার্ক মার্শম্যান) থাকলেও সমাচার দর্পনের মুল সম্পাদনার দায়িত্বে আসলে ছিলেন বাংলা ভাষার বেশ কিছু পন্ডিত। তাই যথার্থতার দিক থেকেও সমাচার দর্পন এগিয়েছিলো। এছাড়া আরেকটি কারণ হলো পত্রিকাটি গ্রহনযোগ্যতা

পেয়েছিলো। বাংলা পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ করলেও কয়েক বছর পর ১৮২৬ সালে ফার্সি ভাষার সংস্করণ বের হয়েছিলো। এমনকি তারও কয়েকবছর পর ১৮২৯ সালে ইংরেজি ভাষায় নতুন সংস্করণ বের হয়। সুতরাং বোঝাই যায় সমাচার দর্পন সব হিসেবেই দিগদর্শন পত্রিকা থেকে স্বার্থক ছিলো।

সমাচার দর্পণ

সমাচার দর্পণ।

ছবিঃ বেঙ্গল ভিউ

এত স্বার্থকতার পরেও পত্রিকাটি অনেক দিনের স্থায়িত্ব পায়নি। লিটল ম্যাগ সংস্থার সেই আর্টিকেল থেকে এই বিষয়ের কয়েকটি কথা হুবুহু উল্লেখ করা হলো।

> ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জুলাই, জন ক্লার্ক মার্শম্যান-এর উপর 'গবর্মেন্ট গেজেট' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই কাজের জন্য মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণ' থেকে পদত্যাগ করেন। উপযুক্ত সম্পাদক না পাওয়ায়, 'সমাচার দর্পণ'- সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্যায়ে এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, রামগোপাল ঘোষ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর চেষ্টায় পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয় ইংরিজি ও বাংলা ভাষায়। ইংরিজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সম্পাদক ছিলেন 'জ্ঞানদীপিকা' পত্রিকার সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। এই পর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে শ্রীরামপুর মিশন পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করে। এই পর্যায়ে ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মে, শনিবার থেকে এর প্রকাশনা শুরু হয়। বছর দেড়েক এটি চলেছিল; পরে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

আজকের বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে পত্রিকার উত্থানের দিকে আমরা অগ্রসর হবো। তখন হয়তো বাংলাদেশের পতাকার জন্ম হয়নি; কিন্তু সীমানা না থাকলেও বিভিন্ন স্থান থেকে পত্রিকা

প্রকাশিত হয়েছিলো। যেগুলো আজকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। আমরা মাত্র তিনটি পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলাদেশ অংশের শুরুর দিকের ইতিহাস বুঝতে পারবো।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা)

বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা কিন্তু ঢাকা থেকে প্রকাশ হয়নি। ঢাকা থেকে কয়েক শত কিলোমিটার দূরে রংপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ। প্রকাশের সময়কাল ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাস আর ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস। সমসাময়িক পত্রিকার প্রকাশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এটিও প্রকাশনার উদ্যোগ ব্যক্তিগত। আর সেটি কুণ্ডী পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর। রুদ্রদেব চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র রাজকিশোর রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র কালীচন্দ্র কুণ্ডীর জমিদার পরিবারের এক খ্যাতনামা ব্যক্তি। সে সময় রংপুর জেলায় তিনি নারী শিক্ষার অগ্রদূত ছিলেন। নিজ গ্রাম গোপালপুরে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজ পরিবারের শিক্ষিত মেয়েকে সে স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করেন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন রংপুরে নারী শিক্ষা টেক্সট বুক প্রবর্তনের উদ্যোক্তা।

এটি বাৎসরিক একশো সংখ্যা প্রচারিত হতো। ছয় রুপি মুল্যের পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় ব্রিটিশ সরকারে অতিমাত্রায় সমালোচনা করার মাধ্যমে। এবার চলুন জেনে নেই ঢাকার কথা।

ঢাকা নিউজ (ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা)

ঢাকা নিউজ নামের পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা হিসেবে ধরা হয়। ১৮৫৬ সাল নাগাদ এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মতে মুলত ঢাকা নিউজই পরবর্তীতে ‘বেঙ্গল টাইমস’ নামক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়েছিলো। ব্রিটিশ সরকার নিয়ে বিদ্রুপ করার কারণে ঢাকা নিউজ পত্রিকাটি বেশ বিতর্কের মুখে পড়ে।

তবে এখানেও একটা মজার তথ্য রয়েছে। ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হবারও বেশ ক’বছর আগে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ছোট একটি পত্রিকা পাওয়া গেছে। পত্রিকার নাম ’The first report of the Bengal misonary society’ নামপত্রে লেখা ’ঢাকা: প্রিন্টেড অ্যাট দি কাটরা প্রেস ১৮৪৯’। সুতরাং প্রথম সংবাদপত্র ঠিক কবে নাগাদ বের হয়েছে সেটা কেবল অনুমান নির্ভর। মুনতাসীর মামুনের লেখা ‘ঢাকা সমগ্র’ বইয়ের এই তথ্য ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা নির্ধারণ করার মাঝে একটি প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এছাড়াও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ঢাকার ছাপাখানা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন,১৮৬০ সালে ঢাকার ‘বাঙ্গালা যন্ত্র’ নামে প্রথম বাংলা ছাপাখানা স্থাপিত হয়। ঢাকার সাহিত্য সংস্কৃতি ও সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের জন্যে ‘বাঙ্গালা যন্ত্র’ পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করে। আরমানিটোলাস্থ বাঙ্গালা যন্ত্র প্রেস স্থাপন করা হয়।২৬ ভগবান চন্দ্র বসু (১৮২৯-১৮৯২) ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট,ঢাকার শিক্ষানুরাগী। তাঁর সুযোগ্যপুত্র বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু। আর কাশিনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঢাকার স্কুল ইন্সপেক্টর। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঢাকা বকশী বাজার পাঠশালার শিক্ষক হরিশচন্দ্র মিত্র এবং ঢাকা মডেল স্কুলের

DO NOT COPY

প্রাক্তন শিক্ষক ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। এঁরা সবাই ছিলেন ঢাকার তথা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভু। ঢাকার এই মধ্যবিত্ত সংখ্যাটি খুব অধিক ও শক্তিশালী ছিল তা বলার সুযোগ নেই। তাঁদের নেতৃত্বে ১৮৬০ সালেই প্রথম বাংলা সাহিত্য সাময়িকী **কবিতা কুসুমাবলী** প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঢাকায় বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশের পথ সূচনা করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বছর জন্ম নিলেন সেবছরই প্রকাশিত হলো 'ঢাকা প্রকাশ'। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। উইকিপিডিয়া বলছে, ঢাকার বাবুবাজারে প্রতিষ্ঠিত 'বাঙ্গলাযন্ত্র' নামে বাংলা মুদ্রণযন্ত্র বা প্রেস থেকে ঢাকাপ্রকাশ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকার সাভারের তেঁতুলঝোড়া গ্রামের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র। প্রেস স্থাপনে তাকে আরও যারা সাহায্য করেন তাদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দীনবন্ধু মৌলিক, মুন্সিগঞ্জের রাঢ়িখালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু (বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা), ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বসু (বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর কাকা) ও মালাখানগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামকুমার বসু অন্যতম। কারও মতে ঢাকাপ্রকাশ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার ১৮৬১ সালে, আবার কারও মতে তারিখটি ছিল, ৮ই মার্চ ১৮৬১।ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন স্কুল ইন্সপেক্টর দীননাথ সেন। পরে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী, গোবিন্দপ্রসাদ রায়, অনাথবন্ধু মৌলিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে, 'ঢাকাপ্রকাশ' এর সর্বশেষ সংখ্যাটির তারিখ ১২-৪-১৯৫৯। সম্পাদক আবদুর রশীদ খান। প্রকাশিত হয় ৫৯/৩ কিতাব মঞ্জিল, ইসলাম পুর থেকে। বিশ শতকের ষাটের দশকে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকাপ্রকাশ তার পাঠকপ্রিয়তার কারণে পরবর্তি প্রায় ১০০ বছর ধরে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশের পরে প্রচার সংখ্যা ছিল আড়াইশো। পরবর্তিতে উনিশ শতকের নব্বই দশকে সে সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচ হাজারে।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

উনিশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসিক পত্রিকা এটি। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরের বছর থেকে এটি পাক্ষিক এবং ১৮৭১ সাল (১২৭৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। প্রথমদিকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো কলকাতার গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস থেকে।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় তৎকালীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা পন্ডিতরা লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্নবিষয়ক প্রবন্ধ, ছড়া ইত্যাদিও এতে প্রকাশিত হতো। প্রখ্যাত মুসলিম লেখক মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়িও হয় এ পত্রিকার মাধ্যমে। তিনি প্রথমে এর একজন মফঃস্বল সাংবাদিক ছিলেন। ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় এ পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। হরিনাথ ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু। এ পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি পরবর্তীকালে মুসলমান রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সমন্বয়ধর্মী ধারার প্রবর্তক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, যা পরবর্তী সময়ে বহু মুসলিম সাহিত্যিক কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে। হিমালয় ভ্রমণকাহিনীখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক জলধর সেনের সাহিত্যচর্চাও শুরু হয় এ পত্রিকার মাধ্যমে।

অন্যদিকে এর সম্পাদক সম্পর্কে উইকিপিডিয়া বলছে, হরিনাথ ছিলেন ফকির লালন শাহর শিষ্য। তিনি অধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য ১৮৮০ সালে 'কাঙাল ফিকির চাঁদের দল' নামে একটি বাউল দল গঠন করেন। বাউল গানের ক্ষেত্রে হরিনাথের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বহুসংখ্যক বাউল গান রচনা করেন এবং সেগুলি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি সহজ ভাষায় ও সহজ সুরে গভীর ভাবোদ্দীপক গান রচনা করতেন এবং সেগুলি সদলে গেয়ে বেড়াতেন। গানে 'কাঙাল' নামে ভণিতা করতেন বলে এক সময় কাঙাল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে' তাঁর একটি বিখ্যাত গান। ১২৯০-১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে তিনি কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী নামে ১৬ খন্ডে বাউল সঙ্গীত প্রকাশ করেন। হরিনাথ শুধু গানেই নয়, গদ্য ও পদ্য রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধাকালীন সংবাদপত্র

মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামগ্রিকভাবে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্থানীয় ভাবে অনেকগুলো পত্র-পত্রিকা এবং ছোট ছোট হ্যান্ডবিল, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশিত হত। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপ, রণাঙ্গনের খবরা খবর, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়ের সংবাদ, শরণার্থী শিবিরের দুর্দশা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানা ধরনের তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে যোদ্ধা ও সাধারণ জনগণকে উৎসাহিত করার জন্যই মূলত এসব পত্রিকা প্রকাশিত হত।

উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী নিম্নে মুক্তিযুদ্ধাকালীন সময়ে প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকার ধরণ অনুযায়ী তালিকার একটি ছক তৈরী করে দেয়া হলো।

নং	পত্রিকার নাম	সম্পাদক	পত্রিকার ধরন	প্রথম সংখ্যা	মোট প্রকাশিত সংখ্যা
১	*জয়বাংলা*	আবদুল গাফফার চৌধুরী	ছাপানো	১১ মে ১৯৭১	৩৪
২	*অগ্রদূত*	আজিজুল হক	হাতে লেখা (সাইক্লোস্টাইল)	৩১ আগস্ট ১৯৭১	১৫
৩	*জন্মভূমি*	মোস্তফা আল্লামা	ছাপানো	জানুয়ারি ১৯৭১	৩০
৪	*জাগ্রত বাংলা*	হাফিজ উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ আলী	হাতে লেখা (সাইক্লোস্টাইল)	১ জুন ১৯৭১	৯
৫	*বাংলাদেশ*	মিজানুর রহমান	ছাপানো	৩১ অক্টোবর ১৯৭১	১১
৬	*বিপ্লবী বাংলাদেশ*	নুরুল আলম ফরিদ	ছাপানো	৪ আগস্ট ১৯৭১	১৯
৭	*মুক্তিযুদ্ধ*	বেনামে প্রকাশিত	ছাপানো	জুলাই ১৯৭১	২৫
৮	*রণাঙ্গন*	রণদূত(ছদ্মনাম)		১১ জুলাই ১৯৭১	---

অনলাইন মাধ্যমে সংবাদপত্র

অনলাইনে সংবাদপত্রের উত্থান নব্বই দশকে শুরু হলেও এর সূচনা হয়েছিলো বহু আগে। ১৯৭৪ সালে ব্রুস পারেলউ ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লাটো প্রক্রিয়ায় একটি অনলাইন সংবাদপত্রের চালু করেন 'অনলাইন অনলি' ধারায় 'নিউজ রিপোর্ট'-ই প্রথম অনলাইন সংবাদপত্র বা সাময়িকীর উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৮৭ সালের শুরু হওয়া সরকারী মালিকানাধীন ব্রাজিলীয় সংবাদপত্র 'জর্নালদোদিঅ্যা' ৯০এর দশকের দিকে অনলাইন সংস্করনের সূচনা করে। তবে ১৯৯০ সালের শেষার্ধে যুক্তরাষ্ট্রে ১০০শ' অধিক সংবাদপত্র অনলাইনে প্রকাশনা শুরু করে যদিও সেসময় পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সেভাবে শুরু হয়নি।

বিনামূল্যে পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত এমন কয়েকটি ওয়েবসাইট ২০০৬ সালে দাবি করে যে, তারা অর্থ উপার্জনে সমর্থ হয়েছে। ক্রমশ লোকসানের সম্মুখীন দৈনিক সংবাদ পত্রের নির্বাহীগণ নিজেদের লগ্নি তুলে আনার জন্য ভিন্ন কোন উপায় হিসেবে সাবস্ক্রিপশন চার্জ ব্যতিরেকে ওয়েবসাইট থেকে আয় করার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। তবে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং দ্য ক্রোনিকল অফ হায়ার এডুকেশন-এর মতো বিশেষায়িত সাময়িকীগুলো মুলত সাবস্ক্রিপশন নির্ভর ছিল তাদের জন্য বিষয়টি ছিল ভিন্ন। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সবক'টি পত্রিকা যেমনঃ 'দ্য লসঅ্যাঞ্জেলস টাইমস', দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, 'ইউএস টুডে'র অনলাইন সংস্করণ রয়েছে। দ্য গার্ডিয়ান ২০০৫ সালে রিকি জারভাইসের বারো পর্বের সাপ্তাহিক পডোকাস্ট প্রচারের মাধ্যমে পরীক্ষামুলকভাবে তাদের অনলাইন সংস্করণ চালু করে। এছাড়া দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ একই সময়ে নিজেদের অনলাইন সংস্করণ চালু করেছিল।

বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে অনলাইন সাংবাদিকতার শুরু ২০০৫ সালের দিকে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা না থাকায় ২০১০ সাল পর্যন্ত এ মাধ্যমের পাঠক ছিল হাতে গোনা। এরপর মানুষের হাতের নাগালে সহজে ইন্টারনেট চলে আসে। বাড়তে থাকে অনলাইন পত্রিকার পাঠক। দেশে বর্তমানে কয়েক ধরনের নিউজ পোর্টাল বা অনলাইন পত্রিকা রয়েছে : ১. ডেইলি ইভেন্ট নিউজ পোর্টাল ২. বিশেষ সংবাদভিত্তিক নিউজ পোর্টাল ৩. বিশেষায়িত নিউজ পোর্টাল ৪. মিশ্র নিউজ পোর্টাল।
নিম্নে অনলাইন ও প্রিন্ট সংবাদ পত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

পার্থক্য	প্রিন্ট সংবাদপত্র	অনলাইন সংবাদপত্র
সময়	প্রিন্ট মাধ্যমে খবর প্রকাশ করতে অপেক্ষাকৃত সময় বেশি লাগে। তাৎক্ষনিক সংবাদ পেতেও পরেরদিনের পত্রিকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।	অনলাইনে সবচেয়ে দ্রুততর সময়ে খবর প্রকাশ করা সম্ভব হয়। যে কোন খবর মূহুর্তের মধ্যেই প্রকাশ করে পাঠকের কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব হয়।
মিথস্ক্রিয়া	প্রিন্ট মাধ্যমে খবর পরার সাথে সাথে কোন প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয়না।	অনলাইন মাধ্যমে খবর পড়ার সাথে সাথে পাঠকদ্বয় খবরটির উপর তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে।
যুক্তকরণ	কাগজে প্রিন্ট হওয়ায় সাধারণভাবে প্রাসঙ্গিক কোন খবর বা আনুষাঙ্গিক কিছু হাইপারলিংক বা অন্যভাবে সংযুক্ত করা যায়না।	অনলাইন মাধ্যমে সহজেই হাইপারলিংক ব্যবহার করে একটি খবরের মধ্যে প্রাসঙ্গিক অসংখ্য বিষয় যুক্ত করে ফেলা যায়।
মিডিয়া সংযুক্তি	প্রিন্টে টেক্সট কন্টেন্টের পাশাপাশি শুধুমাত্র ছবিই যুক্ত করা যায়। শুধু লেখা মাঝেমধ্যে অস্পষ্ট থেকে যায়।	অনলাইনে মাল্টিমিডিয়া তথা- টেক্সট, ছবি এমনকি ভিডিও সংযুক্ত করা যায়। এতে করে খবর আরো স্পষ্ট হয়ে।
নেতিবাচকতা	প্রিন্ট মিডিয়ায় খবর প্রকাশের সময় থাকায় ভুল তথ্য থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। এছাড়া একবার প্রকাশিত হয়ে গেলে পরিবর্তন করার সুযোগ না থাকায় প্রিন্ট মিডিয়ার খবর প্রকাশে দায়বদ্ধতা বেশি থাকে।	অনলাইনে দ্রুত প্রচার সম্ভব হওয়ায় অধিকাংশ সময় নেতিবাচক কাজ করা সহজ হয়। তাছাড়া যেকোন সময় সম্পাদনা করার সুযোগ থাকায় সঠিক তথ্য প্রচার করার দায়বদ্ধতার বেলাতেও উদাসীনতা প্রকাশ পায়।
প্রদর্শন	প্রিন্ট সংবাদপত্রে ট্যাবলয়েড, ম্যাগাজিন সহ বিভিন্ন সুন্দরভঙ্গিতে প্রদর্শন করা যায়। যা আরামপ্রিয় পাঠে সহায়তা করে।	অনলাইন ডিভাইস অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় প্রদর্শনভঙ্গি খুব সুবিধার হয় না। আর এতে করে পড়ার ক্ষেত্রেও নমনীয়তা বজায় থাকে না।

DO NOT COPY

রেফারেন্স

১. বই

- ঢাকা সমগ্র (মুনতাসীর মামুন)
- ছাপাখানার ইতিকথা (ফজলে রাব্বী)
- INTEGRATED MEDIA IN CHANGE (Edited by Riitta Brusila)

২. আর্টিকেল

- পুরনো সেই দিনের কথা (সংবাদপত্রের ইতিহাস)
- ঢাকাই ছাপাখানা
- বাংলা পত্রিকার ২০০ বছর

৩. ইন্টারনেট

- লিটলম্যাগ ডট কম
- অনুশীলন ডট কম
- রোর বাংলা
- প্রথম আলো
- ডেইলি স্টার
- প্রথম আলো

৪. ক্লাস লেকচার এবং হ্যান্ট নোটস

DO NOT COPY